CHICKS & FEEDS®
Total Agro-Industrial Solution

নিউজ লেটার

বর্ষ-০৫, জুন সংখ্যা ২০১৮

আমাদের সেবাসমূহঃ

- প্রকল্প পরিকল্পনা
- প্রকল্প তৈরী
- প্রকল্প বাস্তবায়ন
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
- বাজার গবেষণা

আমাদের প্রকল্পসমূহঃ

- ফিডমিল
- সাইলো
- পোল্ট্রি হাউজ ও ইকুইপমেন্ট
- পোল্ট্রি প্রসেসিং
- মিট প্রসেসিং
- অন্যান্য কৃষি প্রকল্প

ঈদ মোবারক

বাংলাদেশ ১৭ কোটি মানুষের দেশ। পবিত্র ঈদ- উল-ফিত্‌র বয়ে আনুক ১৭ কোটি মানুষের সুখ এবং সমৃদ্ধি। ১৭ কোটি মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণে আমরা এই শিল্পের সাথে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন আমরা সবাই মিলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করি।

বাংলাদেশে কৃষিখাতের উন্নয়নে যাঁরা নিরলস কাজ করে চলেছেন, আমরা সর্বদাই তাঁদের পাশে আছি। আমরা নিউজ লেটারের মাধ্যমে আমাদের কর্মকান্ড তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং বিশ্বাস করি আমাদের এই প্রকাশনা আপনাদের কৃষি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

এই **সংখ্যায় থাকছে RRP-এর ফ্লোটিং ফিশ ফিডমিলের উদ্বোধন, নাহার এগ্রোর গ্রুপের মাছের ভাসমান ফিশ ফিডমিল উদ্বোধন, ইয়ন গ্রুপের দ্বিতীয় পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম এবং সুগন্ধা ফিডমিল** সংক্রান্ত ও অন্যান্য সংবাদ।

শুধুমাত্র যন্ত্রপাতী সরবরাহই নয়, আপনার সাহসী যাত্রার স্বার্থক বাস্তবায়ন করাই আমাদের লক্ষ। আমাদের কাস্টমার কেয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিম সার্বক্ষণিক আপনাকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত।

ধন্যবাদসহ

নিউজ লেটার টিম

কাস্টমার কেয়ার :
017 CKNFEEDS 25633337

E-mail: info@cknfeeds.com
Website: www.cknfeeds.com
অফিসঃ হোল্ডিং নং-০৮, সড়ক-১৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
Phone: +880 2 9121205-06; 9121456

RRP-এর ভাসমান ফিশ ফিডমিলের শুভ উদ্বোধন

সম্প্রতি উদ্বোধন হয়ে গেল দেশের কৃষিতে বিস্বস্তভাবে অবদান রেখে চলা প্রতিষ্ঠান RRP এর ফিডমিল ইউনিট-৪। এটি মাছের ভাসমান খাদ্যের প্লান্ট । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন RRPএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মনসুর আলম, চেয়ারম্যান জনাব মনিরুল আলম, পরিচালক জনাব আজমল হোসেন, FCM–এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব রবার্ট গ্যান এবং চিকস্ এন্ড ফিডসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এখলাসুল হক।

এক্সট্রুশন টেকনোলজি ব্যবহার করে নির্মিত প্রতি ঘন্টায় ৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই ফিডমিলটির সমস্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে FCM ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি চিকস্ এন্ড ফিডস্ লিমিটেড।

পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত, দোয়া ও মোনাজাত পর্বের পর জনাব এখলাসুল হক বলেন RRP একটি বিশ্বাসের নাম। বাংলাদেশের খামারীরা RRPএর খাদ্য ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন বলেই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে RRP দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিডমিল গুলোরি একটিতে পরিনত হয়েছে। চিকস্ এন্ড ফিডস্ RRP এর সাথে একসাথে পথ চলার সুযোগ পেয়ে গর্ব বোধ করে।

FCM এর উপ মহাব্যবস্থাপক রবার্ট গ্যান বলেন আমরা হাতে হাত ধরে RRP এর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করি। RRP এর খাদ্য অবশ্যই বাংলাদেশের সেরা খাদ্য এবং সে কারনেই RRP এই অবস্থায় আসতে পেরেছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এক নম্বর ফিডমিল কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, এটাই আমার বিশ্বাস।

পরিচালক জনাব আজমল হোসেন বলেন ২০১৩ সালের মে মাসে মাত্র ৫২ টণ ফিড ভাড়া করা একটি ফিডমিলে উৎপাদন করে RRP যাত্রা শুরু করে। শুধু গুনগত মানের খাদ্য, খামারীর জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাহক সেবা, সময়মত খাদ্য সরবরাহ এবং গ্রাহকের পাশে সবসময় থাকার প্রতিশ্রুতির কারনেই সেই ৫২ টণ এখন ১৮০০০ থেকে ২০০০০ টণে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনারা পাশে থাকলে আমরা সবাই মিলে RRP কে দেশের এক নম্বর ফিডমিলে পরিনত করতে পারবো, যা আপনাদের এবং আমাদের সবারই ভাগ্য বদলে দেবে।

চেয়ারম্যান জনাব মনিরুল আলম বলেন RRP কোয়ালিটির সাথে কখনো সমঝোতা করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবেনা। আপনারা আমাদের সাথে থাকলে আমরা সবাই মিলে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছাতে পারবো ইন্ আলাহ্।

পরিশেষে RRP এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মনসুর আলম দূর- দূরান্ত থেকে আগত RRP এর চালিকা শক্তি ডিলার ভাইদেরসহ উপস্থিত সবাইকে কষ্ট করে আশার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে RRP ভাসমান ফিসফিড মিলের উদ্বোধন ঘোষনা করেন। তিনি বলেন আপনাদের ভালোবাসায় ধীরে ধীরে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। আমাদের প্রতিশ্রুতি ভালো মানের খাদ্য আর আপনাদের আস্থা এই দুয়ে মিলে RRP খামারীর আস্থা অর্জন করেছে। ব্রয়লার খাদ্যের মতো এবার আপনারা পাবেন সঠিক এবং গুনগত মানের মাছের ভাসমান এবং ডুবন্ত খাবার যা আপনাদের মৎস চাষে অধীক লাভ নিশ্চিত করবে। আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের কাম্য।

অতঃপর পরিচালকবৃন্দের মাতা মোছাম্মত আবেদা খাতুন বোতাম টিপে নতুন এই ফিড মিলটির শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধন হলো নাহার এগ্রো গ্রুপের মাছের ভাসমান ফিশ ফিডমিল

নাহার এগ্রো , দেশের কৃষি শিল্পে গুরত্বপূর্ন ভূমিকা রেখে চলা একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্রয়লার ও লেয়ার খামার থেকে শুর করে ব্রিডার ফার্ম, ডেইরী ফার্ম এবং ফিডমিল কোম্পানিতে পরিনত হয়েছে নাহার এগ্রো। সাম্প্রতি উদ্বোধন হয়ে গেল নাহার এগ্রো'র আরো একটি ভাসমান মাছের খাদ্যের প্লান্ট।

দুইটি এক্সট্রুডার লাইন এবং একটি পিলেট লাইন সম্বলিত মাছের ভাসমান ও ডুবন্ত খাদ্য এবং উচ্চমান সম্পন্ন চিংড়ির খাদ্য উৎপাদন প্লান্ট এটি। প্রতি ঘন্টায় ১০-১২ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই ভাসমান ফিশ ফিডমিলটির যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং নির্মান তত্বাবধান সঠিক ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে হস্তান্তর করেছে চিকস্ এন্ড ফিডস্ লিমিটেড।

এর আগে চিকস্ এন্ড ফিডস্, নাহার এগ্রো-এর ঘন্টায় ৩০ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ব্রয়লার ফিডমিল এবং ১০ টণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লেয়ার ফিডমিল ইতোমধ্যে হস্তান্তর করেছে যা উৎপাদনে রয়েছে।

শুধু আয়তনে বড় হওয়াই বড় কথা নয়, তার সাথে উৎপাদনে সঠিক মান বজায় রাখাও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, যা বজায় রেখে চলেছে নাহার এগ্রো গ্রুপ। যার ফলশ্রুতিতে দেশের প্রায় অর্ধেক লেয়ার বাচ্চা উৎপাদন করে দেশের প্রোটিন চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখে চলেছে। নাহার ডেইরি এবং ব্রিডিং দেশের খামারীদের ভালমানের গরুর বাচ্চা, নাহার ফিডমিল এ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত খাদ্য তৈরি করে দেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করেছে।

আর তাই চিকস্ এন্ড ফিডস্ এই মহৎ ও দেশের নিরাপদ খাদ্য চাহিদা পূরনের কাজে নাহার এগ্রো গ্রুপের সাথে কাজ করতে পেরে গর্বিত এবং আশা করে নাহার এগ্রোর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন হয় সুন্দর ও সাফল্যময় আর দেশের কৃষি শিল্প হবে আরো গতিময়, আরো উন্নত।

সমসাময়ীক পোল্ট্রি শিল্প এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশের পোল্ট্রি এখন বিশ্বের যেকোন উন্নত দেশের শিল্পের সমান্তরাল। আধুনিকতা আর টেকনোলজির সর্বশেষ ছোঁয়া বাংলাদেশের মত মধ্যম আয়ের পথচলা একটি দেশে প্রায় প্রতিটি ফার্মে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া অত্যন্ত আশার কথা, উন্নয়নের অনেক মানদন্ডে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকলেও এই পোল্ট্রি শিল্পে মোটেও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের পোল্ট্রি ফার্মগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ টেকনোলজি, যা উন্নয়নের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক উপরে থাকা দেশগুলোতেও ব্যবহৃত হয় না। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমাদের পোল্ট্রি শিল্প বিশ্বের আরো দশটি উন্নত দেশের মতোই সমৃদ্ধশালী।

সমৃদ্ধশালী এই শিল্প মাঝে মধ্যেই চরম দূরবস্থার মধ্যে পরে উদ্দোক্তাদের আর্থিক এবং মানষিক শক্তি হ্রাস করছে। এই চিত্র আমরা অতীতে দেখেছি, বর্তমানে দেখছি এবং যদি না সঠিক পলিসি তৈরী হয়, ভবিষ্যতেও আমরা দেখতে পারবো। এই অবস্থা আর কতদিন। মানুষ ইন্ডাষ্ট্রি করে দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য। আমাদের দেশে একটি ইন্ডাষ্ট্রি করা খুব সহজ কাজ নয়। ইন্ডাষ্ট্রি শুরুর সময় থেকে অপারেশন পর্যন্ত হাজারো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগুতে হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায়, কোন উদ্দোক্তা যখন একটি ইন্ডাষ্ট্রি করার জন্য অনুমতি পায়, তারপর জমি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্টিম পাইপ লাইন বা অন্য কোন ইউটিলিটি সরবরাহ, রাস্তা উন্নয়ন, ইত্যাদি সরকারিভাবে করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর সবকিছুই একজন উদ্দোক্তাকে করতে হয় তা প্রায় সাঁতার কেটে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে ভারত মহাসাগর বা আটলান্টিক সাগরে যাওয়ার মতো। প্রতিটি পদক্ষেপে সরকারি সহযোগিতার বদলে উদ্দোক্তাদের হাজারো বিড়ম্বনা সহ্য করে, সোজা এবং বাঁকা পথে বিভিন্ন কায়দা করে অথবা অনৈতিকতার সাথে আপোষ করে এগুতে হয়। এত কিছুর পরেই তৈরী হয় একটি ইন্ডাষ্ট্রি! সেই ইন্ডাষ্ট্রি যদি সঠিক পরিকল্পনার অভাবজনিত কারনে মাঝে মধ্যেই এমন বিরুপ অবস্থায় পড়ে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

পোল্ট্রি শিল্প একটি বেসিক চাহিদার শিল্প। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা- এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা। পোল্ট্রি শিল্পের অবস্থান সবার আগে কারণ এটি খাদ্য শিল্পের অন্তর্গত। অথচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের জায়গায় থেকেও বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্প সরকারের সঠিক পরিকল্পনার আওতায় এখনো আসেনি।

গত দুই দশকের দিকে দৃষ্টি দিলে এটাই পরিলক্ষিত হবে যে আমাদের শিল্প ষড়ঋতুর মতোই এগিয়ে চলেছে। কখনো DOC-এর ভাল বাজার, আবার কখনো ধশ্। কখনো ব্রয়লারের বাজার খামারীদের করেছে আরো বেশি উৎসাহী, আবার কখনো বা খামারীরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন। ডিমের খামারীরা দু'বছর ভালো থেকেছে তো পরের দু'বছর খামার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই অবস্থার একটি অন্যতম কারন হলো সঠিক তথ্যের অভাব। কৃষি শুমারীর কথা আমরা জানি কিন্তু তা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা আমরা জানিনা। কারন বছরের অধিকাংশ সময়ে তালা ঝুলে থাকা পরিসংখ্যান বিভাগের অফিসগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

নির্ভরযোগ্য একটি তথ্য ব্যাংক আমাদের ভীষণ প্রয়োজন। সেই তথ্যের উপরে ভিত্তি করে পরিকল্পনা করতে হবে দেশে ব্রিডারের সংখ্যা। GP এবং PS সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়, এই বিষয়টি সঠিকভাবে বিবেচনায় এলে রমরমা ব্যবসা অথবা ধস্ নামার মতো ঘটনা অনেকটাই কমে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে।

তথ্য ব্যাংকের পর আমাদের প্রয়োজন আরও অনেকগুলো বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। যেমন ব্রয়লারের মাংস এবং ডিমের জন্য একটি স্বতন্ত্র অধিদপ্তর করা। কেননা মৎস এবং পশুপালনের মতো এত বড় মাপের অধিদপ্তর থেকে ব্রয়লারের মাংস এবং ডিমের জন্য পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। ক্রমশ....

হস্তান্তর করা হলো ইয়ন গ্রুপের দ্বিতীয় ব্রিডার ফার্ম

দেশের পোল্ট্রি ইন্ডাষ্ট্রিকে সমৃদ্ধ করে দেশে বিদ্যমান আমিষের ঘাটতি পূরন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের অঙ্গিকার নিয়ে এগিয়ে চলা ইয়ন গ্রুপের আরো একটি পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম কর্যিক্রম শুরু করল। খামারীদের গুনগত মান সম্পন্ন ১ দিন বয়সী মুরগির বাচ্চার চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে ইয়ন গ্রুপ তাদের দ্বিতীয় ব্রিডার ফার্ম স্থাপন করল বগুড়ার কাহালুতে।

ASTINO-এর উৎপাদিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নির্মিত এই পোল্ট্রি ফার্মটি সম্প্রতি ইয়ন গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হলো। উল্লেখ্য চিকস্ এন্ড ফিডস্ -এর তত্বাবধানে ও যন্ত্রপাতি সরবরাহে নির্মিত এই পোল্ট্রি ফার্মটি একটি PS ফার্ম । যেখানে নির্মিত হয়েছে তিনটি দ্বিতল শেড যার প্রতিটি তলার ধারন ক্ষমতা ৭০০০ PS।

ইয়ন গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোমিন-উদ- দৌলা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, দেশে বিদ্যমান ১ দিন বয়সী মুরগির বাচ্চার যে ঘাটতি তা পূরনে ইয়ন গ্রুপের এই দ্বিতীয় ইউনিট ভূমিকা রাখবে। আর তাই তিনি সবাইকে দেশের আমিষ চাহিদা পূরন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন।

নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে সুগন্ধা ফিডমিলের

বাংলাদেশের কৃষি শিল্পে অবদান রাখতে প্রায় প্রতি নিয়তই এগিয়ে আসছেন নতুন নতুন উদ্দোক্তারা। দেশে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার কারনে যদিও অনেকেই আবার পিছিয়েও যাচ্ছেন। তবুও অনেকেই আছেন যারা এই সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেই এগিয়ে আসছেন দেশের কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে। সেই সব উদ্যমী উদ্দোক্তাদের মধ্যে একটি নাম সুগন্ধা ফিডমিল।

ঝালুকাঠি জেলার দপদপিয়ায় নির্মিত হচ্ছে দেশের আরো একটি কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান এই সুগন্ধা ফিডমিল। যার যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং নির্মান কাজ তত্বাবধান করছে চিকস্ এন্ড ফিডস্ লিমিটেড। এই ফিডমিল নির্মিত হচ্ছে চীনের বিখ্যাত ফিডমিল ইকুইপমেন্ট নির্মাতা কোম্পানি FCM-এর উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

এই ফিডমিল প্রজেক্টে আছে প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ভাসমান খাদ্যের প্লান্ট ও প্রতি ঘন্টায় ৫-৮ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মাছের ডুবন্ত খাদ্যের প্লান্ট এবং প্রতি ঘন্টায় ১২- ১৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পোল্ট্রি ফিডমিল প্লান্ট।

এছাড়াও এখানে ৪৫০০ টণ ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি সাইলোও নির্মিত হচ্ছে যা কাঁচামাল সংরক্ষণে বিশেষ সুবিধা প্রদান করবে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই ফিডমিল প্লান্টটির নির্মান কাজ শেষ হলে দেশের ফিড চাহিদার একটা বড় অংশ পূরনের মাধ্যমে দেশের কৃষিতে একটা বিশেষ ভূমিকা রাখবে এই সুগন্ধা ফিডমিল।

বর্তমানে এই ফিডমিলটির স্টীল স্ট্রাকচারের কাজ চলছে। ।

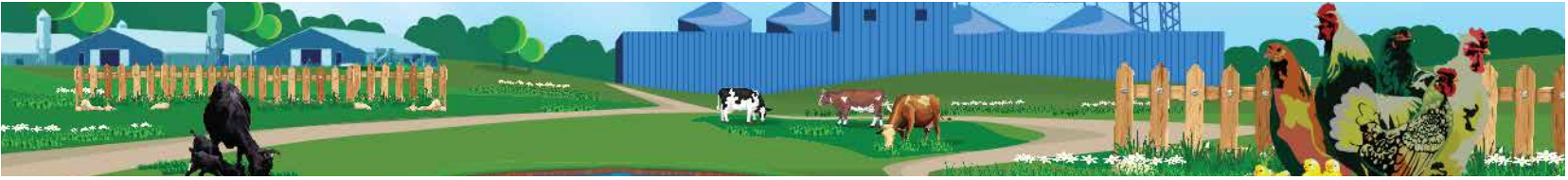

স্লটারিং সিস্টেম নিয়ে আসছে MANCINI GROUP

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে পশু জবাইখানা ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প পা পা করে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশে প্রথম Cattle Abvator- Bengal Meat দেশে এবং বিদেশে সাড়া জাগানোর পর নতুন অনেক উদ্দোক্তাই এগিয়ে আসছেন মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ এই শিল্পের দিকে। এরই ধারাবাহিকতায় চিকস্ এন্ড ফিডস্ লিমিটেড বেছে নিয়েছে তাদের নতু গ্লোবাল পার্টনার - MANCINI GROUP.

১৯৮৫ সাল থেকে ম্যানচিনি গ্রুপ স্লটারিং শিল্পের বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে আসছে। MANCINI GROUP স্লটার হাউজ, কুলিং সিস্টেম, কোল্ড সিস্টেম, কোল্ড চেইন ম্যানজমেন্ট এবং ম্যানচিনি মার্কেট সুবিধা দিয়ে আসছে। ম্যানচিনি মার্কেটে পাবেন স্লটারিং সিস্টেম ও প্রসেসিং এর যাবতীয় বড় এবং ছোট থেকে ছোট অত্যাধুনিক সব ধরনের যন্ত্রপাতি।

হালাল স্লটারিং পদ্ধতিতে এই কোম্পানির অভিজ্ঞতা অনেক বেশি যা অন্য কোম্পানিতে পাওয়া দুর্লভ।

Mr.Mario Mancini প্রেসিডেন্ট অব আরব- ইতালিয়ান চেম্বার অব কমার্স; তাঁর সুবাদে দুই দেশের মধ্যে সু-সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরব প্রাচ্যের সাথেও রপ্তানি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার এবং সহযোগীতা ভাবাপন্ন মনোভাব পাওয়ার আশা করি আমরা।

সম্প্রতি চিকস্ এন্ড ফিডস্ পরিদর্শন করে গেলেন এই কোম্পানির রপ্তানি বিক্রয় পরিচালক ড. সিলভিয়া ম্যানচিনি ও তার টিম ।

সদ্য গোবাল পার্টনারশিপ গ্রহনকারী কোম্পানী চিকস্ এন্ড ফিডস্ এর সাথে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য যেন ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করা যায় ।

চিকস্ এন্ড ফিডস্ও আশা করে এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে দেশের গবাদী পশু জবাইখানা ও মাংস প্রক্রিয়াকরন শিল্পের যথাযথ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে চিকস্ এন্ড ফিডস্ লিমিটেড।

GRUPPO MANCINI
TECNOLOGIE INDUSTRIE ALIMENTARI

CHICKS & FEEDS®
Total Agro-Industrial Solution

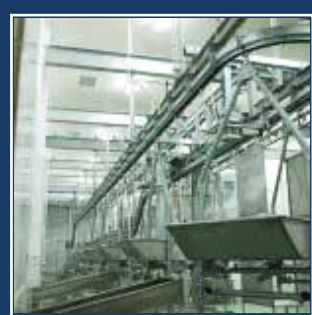

from ITALY

Designs and Produces for
Slaughtering Equipment
Processing and Deboning Plants Red Meat

GRUPPO MANCINI
TECNOLOGIE INDUSTRIE ALIMENTARI
www.mancinispa.com

CHICKS & FEEDS®
Total Agro-Industrial Solution

নিউজ লেটার

বর্ষ-০৫, জুন সংখ্যা ২০১৮

Our Global Partners:

FCM, China
Turn-key Feed Mill Project

AGI, Canada
Grain Handling and Storage Silo

ASTINO, Malaysia
Environment Controlled House & Equipment

Meyn, Netherland
Poultry Processing Solution

Mancini Group, Italy
Food Industries Technologie
(Cattle &Goat Slaughter House)

Ishii Poultry, Japan
Single-stage, Multi-stage Incubators & Hatchery Automation

Kishore, India
Breeder, Layer & Broiler Cages

Our valued Customers :

- Abir Poultry & Hatchery Ltd.
- Afil Agro Ltd.
- AG Agro Industries Ltd.
- Bangla Feed Mill Ltd.
- CSD, Bangladesh Army
- Dhaka Breeders & Hatcharies Ltd.
- EON Group
- Goalundo Hatcheries Ltd.
- Golden Poultry & Fish Feeds Ltd.
- Gram Bangla Poultry & Fish Feed Ltd.
- Index Agro Industries Ltd.
- Kulsum Feed
- Nahar Agro Group
- National Group
- Nourish Poultry & Hatchery Ltd.
- Paragon Agro Ltd.
- Perfect Agro Complex Ltd.
- Prime Agro Industries Ltd.
- Provita Feed Ltd.
- RRP Feed Mill
- Satkhira Feed Industries Ltd.
- Shah Amla Feed Mill
- Sughandha Feedmill Ltd.,etc.

Chicks & Feeds Limited
www.cknfeeds.com

অফিসঃ বাসা-৮, সড়ক-১৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ + ৮৮০ ২ ৯১২ ১২০৫-০৬, ৯১২ ১৪৫৬, ০১৭১১ ২৬২৩৯৪

Customer Care: 017 CKNFEEDS 25633337